কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা ❑ পৌষ-১৪৩২, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

মুন্সীগঞ্জ জেলায় জেলা ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ২০২৬ অনুষ্ঠিত ... ২

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে কৃষি সচিব মহোদয়কে ... ৩

সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি ... ৪

কিশোরগঞ্জের হাওরে বোরো ধান রোপণে চলছে কৃষকদের ... ৫

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে রাশিয়া থেকে উপহার হিসেবে ৩০,০০০ মে. টন সার পেল বাংলাদেশ

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

রাশিয়া ফেডারেশন বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (World Food Programme–WFP) আওতায় বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মেট্রিক টন পটাশ সার হস্তান্তর করেছে। গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়া ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার জি খোজিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উরালচেম (Uralchem) বাংলাদেশকে এই ৩০,০০০ মেট্রিক টন এমওপি (MOP) পটাশ সার উপহার হিসেবে প্রদান করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কক্সবাজারে সীউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল চাষের গবেষণাবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়নে কক্সবাজারে সীউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল চাষের গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর শনিবার কক্সবাজার শহরের অভিজাত হোটেলের সম্মেলন কক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষিতে ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

"কৃষিতে বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কর্মপরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন" প্রকল্পের ইনসেপশন কর্মশালা রাজধানীর মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম নিয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো. মশীহুর রহমানের সভাপতিত্বে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম নিয়ে একটি আলোচনা সভা ও জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। "গণভোট ২০২৬ সংসদ নির্বাচন; দেশের চাবি আপনার হাতে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ সময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের গণযোগাযোগ শাখার উপপরিচালক ফেরদৌসী ইয়াসমিনসহ সদর দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেঁয়াজ, সরিষা, গমসহ প্রতিটি ফসলে সঠিক পরিমাণে সার ব্যবহার করতে হবে, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈবসার ব্যবহারের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় আরো বলেন, দেশে রাসায়নিক সারের কোনো ঘাটতি নেই, গুজবে কান দিবেন না। চাহিদা বিবেচনায় সার বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। পলিনেট হাউসে বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করে সারা বছর উচ্চমানের ফসল উৎপাদন করা যায়। এটি উচ্চমূল্যের চারা, সবজি ও ফুল চাষের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর। পলিনেট হাউসে উচ্চমূল্যের মৌসুমি সবজি চাষাবাদের পাশাপাশি গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করে স্থানীয় অন্যান্য কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান। মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তাদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের যেকোনো ধরনের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে আধুনিক চাষাবাদে আরও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল ওয়াদুদ, বগুড়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ সোহেল মো. সামশুদ্দীন ফিরোজ, পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন (২ সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এস এম হাসানুজ্জামান। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনা সদর উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দসহ স্থানীয় কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

মুন্সীগঞ্জ জেলায় জেলা ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

মুন্সীগঞ্জ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলার কীটনাশক বিক্রেতা ও কৃষকগণের অংশগ্রহণে জেলা ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ জেলার উপপরিচালক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ও জেলা পেস্টিসাইড অফিসার্স এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ এর অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) নাহিদ কামাল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ তাজুল ইসলাম, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, শান্তণা রানী, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ সব উপজেলা কৃষি অফিসারগণ, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, জেলাস্থ বিভিন্ন পেস্টিসাইড কোম্পানির অফিসারবৃন্দ ও বিভিন্ন কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন। কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে সকলকে কাজ করতে হবে। মৌসুমি কীটনাশক বিক্রেতা যাদের কোন লাইসেন্স নেই এবং অননুমোদিত ও গুণগত মানহীন পণ্য বিক্রয় করে কৃষকদের ক্ষতি করছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তিনি আরও বলেন ভিন্ন ভিন্ন পেস্টিসাইড ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ক্রয় করার সময় কৃষকদের যাতে সঠিক ফসলের উপযুক্ত পেস্টিসাইড দেয়া হয় এবং একই সাথে মাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। কৃষকরা যাতে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হোন এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের বক্তব্যে বলেন কীটনাশক বিক্রেতাদের একটি জৈব বালাইনাশক কর্ণার তৈরি করতে হবে এবং কৃষকদের জৈব বালাইনাশক বিষয়ে জানাতে হবে। কৃষকদের বোঝার সুবিধার্তে সকল বালাইনাশক এর দোকানের একই রকম সাইনবোর্ড তৈরি করার প্রস্তাবনা দেন তারা। এছাড়া কৃষকদের জন্য প্রদর্শণী প্লট দেয়া, নতুন পণ্য আসলে সকলকে অবহিত করা, কৃষি অফিসের সাথে ডিলারদের নিয়মিত বৈঠক আয়োজন, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডার্টি পেস্টিসাইড বিক্রয় না করা, ওষুধের বোতলে মেজারমেন্ট কাপ দেয়া এবং বিক্রয়ের সময় কৃষকদের তা অবহিত করা, কৃষকদের বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী যেমন গ্লাভস, মাস্ক, ক্যাপ ইত্যাদি প্রদান করা, বালাইনাশকের দোকানে পরিদর্শন রেজিস্টার রাখাসহ অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ। ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিগণ জানান এ ধরনের মতবিনিময় সভা আয়োজিত হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তারা বিভিন্ন লিফলেট ফোল্ডারে অথবা প্রেস্ক্রিপশনে নির্দিষ্ট ওষুধ কোম্পানির নাম না লিখে গ্রুপের নাম লিখার অনুরোধ করেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী প্লট দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কৃষকের স্বার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

সাতক্ষীরার দেবহাটায় সরিষা ফসলের কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

সরিষা ফসলের প্যাটার্নভিত্তিক একক প্রদর্শনীর কৃষক মাঠ দিবসে কৃষকগণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার দক্ষিণ সখিপুরে সরিষা ফসলের প্যাটার্নভিত্তিক একক প্রদর্শনীর কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সাতক্ষীরার উপপরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ২৮ ডিসেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয় বলেন, সরকার দেশে ভোজ্যতেলের ঘাটতি মোকাবিলায় সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি অব্যহত রেখেছে। বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। তিনি বলেন, সাতক্ষীরাসহ খুলনা অঞ্চলে ফসল বিন্যাসে সরিষার অন্তভুক্তির ফলে দুই ফসলের জমিকে তিন ফসলে রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল আবাদে খামারি অ্যাপ ব্যবহারের গুরুত্ব উল্লেখ করে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, সরিষা ফসল কাটার পর বোরো আবাদে এ অ্যাপের সুপারিশকৃত সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে, রোগ পোকার আক্রমণ কম হবে ও কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হবে। কৃষক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : কমলা

কমলা ভিটামিন-সি ৫৪.০ মিলিগ্রাম' সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কমলায় জলীয় অংশ ৮৯.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.১ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.৩ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৪ কিলোক্যালরি, পানি ৮৭.৭ গ্রাম, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৮.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৩ মিলিগ্রাম, জিংক ০.০৭ মিঃ গ্রাম, লৌহ ০.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৪ মিলিগ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.৪ গ্রাম, ভিটামিন-এ ১৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-ই ০.২৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০১ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৪০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক খোসা অম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। কমলার জনপ্রিয় জাত হলো খাসিয়া, নাগপুরী, মোসাম্বি, বারি কমলা-১, বারি কমলা-২, বারি কমলা-৩। সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও পঞ্চগড় এলাকায় কমলার চাষ হয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে কৃষি সচিব মহোদয়কে কৃষি ডায়েরি ২০২৬ প্রদান

মো. মসীহুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার পক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মোঃ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানকে কৃষি ডায়েরি ২০২৬ প্রদান করা হয়েছে।

এ সময় কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক বলেন, কৃষি ডায়েরি কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক সহায়ক প্রকাশনা। এতে ফসলভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম, গুরুত্বপূর্ণ কৃষি তথ্য, আধুনিক প্রযুক্তি, মৌসুমভিত্তিক করণীয়, সরকারি কৃষি সেবা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কৃষকদের দৈনন্দিন কৃষি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কৃষি ডায়েরি ২০২৬ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের এ ধরনের তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সতেরটি দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং মাঠপর্যায়ে কৃষকদের কাছে এই ডায়েরি পৌঁছে দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। *ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা*

দৃষ্টিনন্দন হলুদের সমারোহে নাওঘাটার বিল

নববর্ষের প্রথম দিনে শীতের হিমেল হাওয়ায় দুলছে সরিষা ফুল। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের নাওঘাটা এলাকার বিস্তৃত সরিষা ক্ষেত। বিলে হলুদের অপরূপ শোভা ও মৌমাছির গুঞ্জনে এক নান্দনিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের কারিগর মুন্সিপাড়া এলাকার আদর্শ কৃষক, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্য মো. ইউনুচ। বিগত ২৫ বছর ধরে সরিষা চাষ করে আসছেন। এবার প্রায় পঞ্চাশ শতক জমিতে সরিষা চাষ করেছেন। তিনি বলেন, "সঠিক সময়ে পানি, সেচ ও সার প্রয়োগ করতে হয়। বাড়তি লাভের আশায় শৌখিন ও পরিশ্রমী কৃষক বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি সরিষার চাষ করে থাকেন"। লোহাগাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষিবিদ শফিউল ইসলাম জানান, "চলতি মৌসুমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০৫ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে"। তিনি বলেন-রোগ ও পোকা দমনসহ বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রদান করা হয়।

সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

রাজস্থলীতে মাশরুম চাষের মাঠ দিবস

মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করণ প্রকল্পের আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি জেলার আয়োজনে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রমতিয়াপাড়া, ধলিয়া ব্লক, বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

মাশরুম চাষের মাঠ দিবসে কৃষিবিদ মোঃ রাকিবুজ্জামান রাজু, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, রাজস্থলী এর সঞ্চালনায়, কৃষিবিদ মোঃ আহসান হাবীব, উপজেলা কৃষি অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রাজস্থলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ অরুণ চন্দ্র রায়, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ রাসেল সরকার, উপজেলা কৃষি অফিসার, কাউখালী ও কৃষিবিদ রাজেশ প্রসাদ রায়, উপজেলা কৃষি অফিসার, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।

উপজেলার ধলিয়া ব্লকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শেখর চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে উদ্যোক্তা সাজু তঞ্চঙ্গ্যার স্পন ও মাশরুম উৎপাদন খামার প্রাঙ্গণে ৩০ জন মাশরুম চাষীসহ ইউনিয়নের দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী, হেডম্যান-কারবারি, গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি তার বক্তব্যে মাশরুমের ঔষধি ও পুষ্টি গুনাগুণ, উপকারিতা ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মাশরুম চাষে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন। মাঠ দিবস শেষে আগত প্রধান অতিথি মাশরুম খামার চাষ ঘরের শুভ উদ্বোধন করেন।

মোঃ জসিম উদ্দীন, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), সুনামগঞ্জ এর আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট এর সহযোগিতায় বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণে করণীয় শীর্ষক 'আঞ্চলিক কর্মশালা' মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিপিএসসি এর সদস্য এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিভাগের প্রফেসর কৃষিবিদ এ, এস, এম গোলাম হাফিজ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশে এখন পর্যন্ত ২২টি ফসলের ১৩৮টি জাত আবিষ্কার করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)। কৃষকদের সুবিধার্থে অধিক ফলন পেতে এসব প্রযুক্তি ও জাত মাঠ পর্যায়ে আরো বেশি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিনা উদ্ভাবিত জাতগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বিনার অনেকগুলো জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে এবং কৃষকরাও বেশ উপকৃত হচ্ছে। তিনি বিনা উদ্ভাবিত এসব জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একত্রে কাজ করারও আহ্বান জানান। বিনার মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের এসও মো. ফরহাদ হোসেনের সঞ্চলনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল হাসান মানিক। সিলেট অঞ্চলে বিনা ও গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন-বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং পিএসও ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার। এই কর্মশালায় ডিএই, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিনার জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবানের অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ময়মনসিংহস্থ বিনার পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. হোসেন আলী; ঢাকাস্থ এটিআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. কে. এম বদরুল হক। বিনার উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের পিএসও এবং প্রধান ড. মোহাম্মদ নুরুন-নবী মজুমদার। দিনব্যাপী কর্মশালায় সিলেট অঞ্চলের আওতাধীন সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বারি, ব্রি, বিনা, এসআর-ডিআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ও কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিপিএসসির সদস্য প্রফেসর কৃষিবিদ এ, এস, এম গোলাম হাফিজ

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

কিশোরগঞ্জের হাওরে বোরো ধান রোপণে চলছে কৃষকদের কর্মব্যস্ততা

বোরো ধান রোপণে ব্যস্ত কৃষকরা

কিশোরগঞ্জে বোরো আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন হাওরাঞ্চলের কৃষকরা। চলতি মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলার ৮টি উপজেলায় পুরোদমে চলছে বোরো আবাদের কাজ। তবে এ বছর হাওরে প্রচণ্ড শীতের কারণে বোরো ধানের চারা রোপণে কৃষকদের অনেক কষ্ট হলেও ৭৫ শতাংশ রোপণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৩টি উপজেলার সব ক'টিতেই বোরো আবাদ হলেও হাওর অধ্যুষিত ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, তাড়াইল, ভৈরব, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর এবং নিকলী উপজেলায় সর্বাধিক পরিমাণ বোরো ধান উৎপাদিত হয়। শীতের কনকনে সকালে হাওর পাড়ের কৃষকদের দেখা যাচ্ছে জমিতে কাজ করতে। কেউ জমিতে পানি ধরে রাখছেন, কেউ হালচাষে ব্যস্ত, আবার কেউ চারা রোপণে মগ্ন। বেশির ভাগ হাওর এক ফসলি হওয়ায় এখানকার কৃষকদের কাছে বোরো চাষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সার -ডিজেলের দাম বেশি থাকায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় কৃষক। সঠিক পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস কৃষি বিভাগের। কিশোরগঞ্জে প্রায় ১৫ হাজার বর্গকিলোমিটার হাওরাঞ্চলে এখন চলছে বোরো আবাদের প্রস্তুতি। মিঠামইন উপজেলার গোপদীঘি ইউনিয়নের হাওরের কৃষক আব্দুল লতিফসহ আরো অনেকে বলেন, আমি ১৫ কানি জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছি। শীতের কারণে বোরো রোপণ কাজ অনেক কষ্টসাধ্য তারপরও কাজ করছি। কিশোরগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. সাদিকুর রহমান বলেন, চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো বীজতলা করা হয়েছে। এতে রয়েছে হাইব্রিড, উফশী ও স্থানীয় জাতের ধান। চাষিদের পাশে থেকে বোরো আবাদের সব পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। বোরো আবাদের জন্য জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ আছে। কৃষক যেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সার পায়, সেজন জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে জেলায় ১ লাখ ৬৮ হাজার ২৬০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু হাওরেই আবাদ হবে ১ লাখ ৪ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে।

জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

রংপুরে কৃষি রূপান্তরবিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মো. এনামুল আহসান। আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক ওবায়দুর রহমান মন্ডল ও রংপুর বিভাগের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই এ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে। বাংলাদেশের এককভাবে কোনো সেক্টর বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা এর আগে প্রণীত হয়নি। আগামী দিনের জন্য একটি সমন্বিত কৃষি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এই পরিকল্পনায়। কোন অঞ্চলে কোন ফসল ভালো হয়- সে অনুযায়ী উন্নত বীজ সরবরাহ, সুষম সার ব্যবস্থাপনা, আধুনিক কীটনাশক ব্যবহার এবং কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রযুক্তিগত দিক জোরদার করার পরিকল্পনা থাকবে এই পরিকল্পনায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইং এর পরিচালক ওবায়দুর রহমান মন্ডল বলেন- মোট ০৬টি হট স্পট ভিত্তিক ১৩টি থিমেটিক এরিয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

কৃষিতে ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপন করেন ডিএই এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক মো. আবদুর রহিম। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ড. মো. মাহমুদুর রহমান, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি । কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন FAO, কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় "কৃষিতে বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কর্মপরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন" করেছে। ২০২৫ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি সারা দেশে জলবায়ু-সহনশীল, টেকসই কৃষি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা শক্তিশালীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশালে (SACP-RAINS) Project এর আওতায় বার্ষিক তদারক ও পর্যালোচনা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার পরিচালক, পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আই-সিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রওশন আলম, অতিরিক্ত পরিচালক (উপকরণ), সরেজমিন উইং, খামারবাড়ি ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম অতিরিক্ত পরিচালক, (অর্থকরি ফসল) খামারবাড়ি ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সিকদার, অতিরিক্ত পরিচালক খামারবাড়ি বরিশাল। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ এমদাদুল হক প্রকল্প পরিচালক (SACP-RAINS) project

নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরে নতুন সম্ভাবনা ক্যাপসিকাম

ক্যাপসিকাম সংগ্রহকালে তোলা ছবি

নবীনগরে কৃষিতে যুক্ত হলো নতুন সম্ভাবনাময় ফসল ক্যাপসিকাম। এই প্রথমবারের মতো উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে ক্যাপসিকামের আবাদ শুরু হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা অঞ্চলের টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলার পৌরসভা, লাউরফতেহপুর, সাতমোড়া, বীরগাঁও, জিনদপুর ইউনিয়নের একাধিক স্থানে প্রায় ১০ বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ক্যাপসিকাম আবাদ হচ্ছে। ক্যাপসিকাম একটি জনপ্রিয় সবজি, যা মিষ্টি মরিচ নামেও পরিচিত। সবুজ, লাল ও হলুদ এই তিন রঙের ক্যাপসিকাম বাজারে বেশি দেখা যায়। এতে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকায় এটি মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। পাশাপাশি বাজারে এর চাহিদা ও দাম তুলনামূলক ভালো হওয়ায় কৃষকদের জন্য এটি লাভজনক ফসল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্বাদে ঝাল না হলেও পুষ্টিগুণে এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং আধুনিক রান্নায় এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ক্যাপসিকাম চাষে তুলনামূলক কম জমি ব্যবহার করেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। প্রতি বিঘা জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে আবাদ করতে ২০০০ থেকে ২২০০ চারা প্রয়োজন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে রাশিয়া থেকে উপহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, “বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য উৎপাদন সার সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক বাজার এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন সংকট কৃষি খাতে অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই উদ্যোগ গঠনমূলক বৈশ্বিক সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। উপদেষ্টা মহোদয় আরও বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর কাছে ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সারের মজুদ রয়েছে মোট ১০.৩৫ লাখ মেট্রিক টন, যা ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মজুদ। তাছাড়া বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বিগত তিন বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ধান উৎপাদন বেড়েছে ৬ শতাংশ, আলু উৎপাদন ১৪ শতাংশ, পেঁয়াজ উৎপাদন ২২ শতাংশ, সবজি উৎপাদন ৩.৭০ শতাংশ এবং সরিষা উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে ৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার

রাজশাহীতে “Scientific lifestyle & Nutritional Food habit” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন Scientific lifestyle & Nutritional Food habit শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার খামারবাড়ি, ঢাকার উদ্যোগে এবং রাজশাহী, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের সম্মেলন কক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মো: ইয়াছিন আলি। প্রধান অতিথি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন পুষ্টি, ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পটি বসতবাড়ির অব্যবহৃত পতিত জমিতে শাকসবজি, ফলমূল ও মসলা চাষের মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, নিরাপদ খাদ্যের জোগান, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পরিবেশ উন্নয়ন করে যাচ্ছে ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবারের

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: আজিজুর রহমান

রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: আজিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহীর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ড. মো. মোতালেব হোসেন, অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী।

রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী, এর চিফ সাইন্টিফিক অফিসার এবং প্রধান ড. মোহাম্মদ হোসেন। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সদস্যদের জন্য তাজা, পুষ্টিকর ও নিরাপদ শাকসবজি, ফলমূল, মসলার জোগান নিশ্চিত সহজতর হচ্ছে। অতিরিক্ত শাকসবজি বিক্রি করে আয় করতে পারছে অনেকে। এ ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ভার্মিকম্পোস্ট সেট স্থাপনা করে হচ্ছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী অঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলার কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকগণ, অঞ্চলের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

কক্সবাজারে সীউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল চাষের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক শৈবালের বাণিজ্যিক চাষ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুষ্টি নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং এই বিষয়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মশিউর রহমান এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর এর পরিচালক ড. মাজহারুল আনোয়ার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব মহোদয় বলেন, সীউইড বর্তমানে সুনীল অর্থনীতির একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ খাদ্য, ওষুধ, কৃষি, সার ও শিল্পে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। সামুদ্রিক শৈবাল বা সীউইড রয়েছে নানাবিধ পুষ্টি ও ভেষজ গুণাগুণ। এর উচ্চ ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন এবং ওমেগা থ্রি সহ বিভিন্ন খনিজ উপাদান মানব দেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার পাশাপাশি ত্বক ও চুলের যত্নে অত্যন্ত কার্যকর। এ ছাড়া সি-উইড রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, আধুনিক ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। ভবিষ্যতে কৃষি ঝুঁকি, প্রযুক্তির অগ্রগতি, যান্ত্রিকীকরণ, পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, রফতানিসহ সকল বিষয় সমন্বিতভাবে ২৫ বছরের জন্য এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: আব্দুল্লাহ ইউসুফ আকন্দর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আব্দুস সালাম, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নথু রাম সরকার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সীউইড প্রজেক্টের রিসার্চ প্রগ্রেস নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কক্সবাজার এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোস্তাক আহমেদ। এ সময় কৃষি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা, গবেষক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সীউইড চাষিসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় গবেষক, বিজ্ঞানী এবং স্টেকহোল্ডাররা সামুদ্রিক শৈবালের চাষ পদ্ধতি, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং বায়োরি-ফাইনারি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রতিটি অংশ কাজে লাগিয়ে পণ্য তৈরির তথ্য উত্থাপন নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালা শুরুর আগে শহরের নুনিয়ার ছড়া সীউইড চাষ পরিদর্শন করেন সচিব মহোদয় ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এছাড়া সচিব মহোদয় কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রজেক্টের চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ২৯ ডিসেম্বর সকালে বিমানযোগে কক্সবাজার ত্যাগ করেন।

মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরে নতুন সম্ভাবনা ক্যাপসিকাম

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

এক বিঘা জমিতে কৃষকদের চারা ক্রয়, অন্যান্য উপকরণ ক্রয়সহ ৫৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। সঠিক পরিচর্যা হলে চারা রোপণের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ দিনের মধ্যেই প্রথম ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং এরপর ৭ থেকে ১০ দিন পরপর ফল তোলা যায় কমপক্ষে ৩ মাস পর্যন্ত ফলে দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত আয় নিশ্চিত হচ্ছে কৃষকদের। এই মুহূর্তে খুচরা বাজারে ক্যাপসিকামের মূল্য ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠানামা করছে। এক বিঘা জমিতে গড়ে ৩ থেকে ৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। নবীনগর উপজেলাজুড়ে আবাদকৃত ক্যাপসিকাম এরই মধ্যে মাঠে আশাব্যঞ্জক ফলন দেখা গেছে। সাতমোড়া ইউনিয়নের মাধবপুর মহল্লার প্রবাস ফেরত কৃষি উদ্যোক্তা হবি মিয়া জানান, উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে একটি উচ্চমূল্যের ফসল প্রদর্শনী বরাদ্দ পাই, পরবর্তীতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সফুরুল্লাহ সাহেবের পরামর্শে সঠিক পরিচর্যা ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্যাপসিকাম আবাদ করেছি। ক্যাপসিকাম চাষে লাভের পরিমাণ অন্যান্য অনেক সবজির মালচিং পেপার দিয়ে আগাম মালচিং করেছি। আগামীতে পলিনেট হাউজের মাধ্যমে বড় পরিসরে অফ সিজনেও আবাদ করব। উচ্চমূল্যের ফসল আবাদের সম্ভাবনা নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম লিটন জানান, নবীনগর উপজেলায় শিক্ষিত তরুণ এবং উদ্যমী কৃষকদের বাণিজ্যিক কৃষিতে সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় কৃষি উপকরণ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। উন্নত জাতের বীজ, সুষম সার ব্যবস্থাপনা এবং রোগবালাই দমনে সচেতন হলে ক্যাপসিকাম হতে পারে নবীনগরের একটি সম্ভাবনাময় ফসল। এতে একদিকে কৃষকের আয় বাড়বে, অন্যদিকে দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আমরা স্থানীয় সুপারশপ, আড়তদার এবং রেস্টুরেন্টের সাথে কৃষকদের সংযোগ সৃষ্টি করার কাজ করে দিচ্ছি। ক্যাপসিকাম আবাদের গুরুত্ব নিয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডঃ মোস্তফা এমরান হোসেন জানান, শীতকালীন সবজি হিসেবে ক্যাপসিকাম এখন কৃষকদের কাছে একটি লাভজনক ফসল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চারা রোপণ করে ডিসেম্বর থেকেই ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়। একবার গাছে ফল আসলে দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত উত্তোলন করা সম্ভব হয়। দেশজুড়ে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের মতো ক্যাপসিকামের চাহিদা গ্রামাঞ্চলে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও ফাস্টফুড দোকানে ক্যাপসিকামের ব্যবহার বেড়েছে কয়েকগুণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্যাপসিকামে থাকা ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী হওয়ায় ভবিষ্যতে এর বাজার আরও সম্প্রসারিত হবে।

মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সাতক্ষীরার দেবহাটায় সরিষা ফসলের কৃষক মাঠ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, সাতক্ষীরা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এস এম মিজান মাহমুদ ও প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মোঃ ফরিদুজ্জামান। কৃষি সম্প্রসারন অফিসার জয়দেব কুমার পাল এর সঞ্চলনায় স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন, গত মৌসুমের তুলনায় দেবহাটায় সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৭ শত ৬০ হেক্টরে সরিষার চাষ হয়েছে। সরিষা ক্ষেতে মৌ বাক্স স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতে সরিষার ফলন বাড়ছে ও কৃষকের বাড়তি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার ও ৭০ জন সরিষা চাষি উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

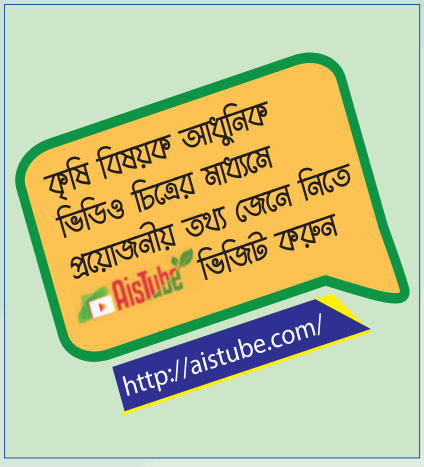

AisTube

'এআইএস টিউব'

কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ নবম সংখ্যা
❑ পৌষ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত পাটের উন্নতজাত উৎপাদন প্রযুক্তিবিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দিনাজপুর নসিপুর পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিজেআরআই উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল পাট ও পাটের উন্নতজাত উৎপাদনপ্রযুক্তি বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. নার্গিস আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ মাহফুজ বাজ্জাজ। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, বহুমুখী ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি পাটচাষে কৃষকদের আরও উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং মানসম্মত পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি সোনালি আঁশের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোনালি সোনা ও তোষা পাট

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

চাষে কৃষকদের আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় পাটচাষ ও বীজ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, গবেষক ও স্থানীয় কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে কৃষি রূপান্তরবিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরে কৃষির আধুনিকায়ন, কৃষি রূপান্তরের মাধ্যমে অধিক ও প্রয়োজনীয় শস্য ফলন এবং আগামী ২৫ বছরে কৃষির স্বয়ংসম্পূর্ণতার ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে রংপুরে কৃষিরূপান্তর বিষয়ক এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৬খ্রি. রোজ. রবিবার রংপুরের আরডিআরএস অফিসের সেমিনার কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মাহমুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মো. শহিদুল ইসলাম (এনডিসি) এবং ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালাচার অর্গানাইজেশন (এফএও) এর টেকনিক্যাল অফিসার মার্টিন মর্গাস্টিনি। এ ছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা প্রশাসক

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পাবনার কৃষিকার্যক্রম পরিদর্শন ও মতবিনিময়

পাবনা জেলার সমসাময়িক কৃষিকার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহিম মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহিম পাবনা জেলার সমসাময়িক কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন ও উপস্থিত কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে করেন। ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকালে তিনি পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর ব্লকে সোলার সেচ প্রযুক্তি, ফল বাগান, গম, পেঁয়াজ, সরিষা, পলিনেট হাউজ, নার্সারিসহ বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসলের মাঠ ঘুরে দেখেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্থানীয় কৃষক-কৃষাণীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এসময় উপস্থিত কৃষকদের মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, প্রতিটি জমিকে উপযোগীতা অনুযায়ী চাষের আওতায় আনতে হবে। জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতে বাগানের ফাঁকা জায়গা ও ছায়া সহনশীল ফসল হিসেবে আদা, হলুদ, মাষকলাইয়ের চাষাবাদ করা দরকার। আমাদের দেশের কৃষকরা ফসলে ইচ্ছেমতো মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd